চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেয়াল লিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান ও দেয়াল লিখন এবং বিভিন্ন চিত্রের ছবির মাধ্যমে দেওয়ালের সৌন্দর্য ফেরাতে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত হাসপাতাল প্রাঙ্গণের ফুলের বাগানসহ বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান চালানো হয় এবং নতুন ভবনের নিচের দেয়াল গুলোর সৌন্দর্য বর্ধন ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে রং তুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয় দেশের মানচিত্র জাতীয় পতাকা সহ ডাক্তার নার্সদের নিয়ে সুন্দর উক্তি ।

চুয়াডাঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রোভার স্কাউট, সেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন, রেড ক্রিসেন্ট , বি এন সি সি ও সংযোগ সহ এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সকল স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ কাজ করেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেয়াল লিখন ও ছবির আর্ট কর্মসূচিতে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান দেয়াল লিখন ও ছবি আর্ট এর বিষয়ে জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট সাকিব বিশ্বাস বলেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের পতন ঘটেছে। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের সকল স্থানের প্রশাসনিক কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়েছে । দেশের এই ক্রান্তিকাল সময়ে যারা ইতিপূর্বে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে এবং মানুষের পাশে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যারা কাজ করছে এমন কয়েকটি সংগঠন মিলে আমরা একসাথে কাজ করছি । আর শুধু যে আমরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনই কাজ করছি এমন নয় আমাদের সাথে সাধারণ শিক্ষার্থীর সহ সাধারণ মানুষও কাজ করছে। হাসপাতালে সকল প্রকার কর্মকান্ড এবং দুর্নীতি রোধ করতে উপদেষ্টা সহ আমর একটা মনিটরিং টিম গঠন করেছি।সেই মনিটরিং টিমের উপদেষ্টা সেচ্ছাসেবকবৃন্দ প্রতি সপ্তাহে হাসপাতালে মনিটরিং কার্যক্রম গুলো করবে। সাথে হাসপাতালের উন্নয়নের স্বার্থেও তারা কাজ করবে। আমরা যারা ইতিপূর্বে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছি তারা সব সময় প্রস্তুত আছি

চমৎকার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল এবং চমৎকার চুয়াডাঙ্গা গড়ার স্বার্থে ।দেশের ট্রাফি সেবা সহ বিভিন্ন সেবাধর্মী কাজ করে চলেছে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাই ও বোনেরা।

এ সময় তিনি আরও বলেন, আমরা চাই চুয়াডাঙ্গার অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ সকল শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে থাকেন এবং আমাদের কাজে সহযোগিতা করেন। চমৎকার চুয়াডাঙ্গা গড়ার প্রত্যয়ে আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং সেগুলো প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাবো। আমাদের এই সকল কাজ ধারাবাহিকভাবে চলমান থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহরিয়ার সিয়াম, সজীবুল ইসলাম, সাফাতুল ইসলাম, তামান্না, ফিরোজ, সামিউল, সৌরভ, মুসফিকুর, আকাশ, মিকাইল, সাদ, তামান্না, রিজিয়া, মাওয়া, সর্ণা, মাহিন, সাদিয়া, সিনিকদিয়া সহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা ও সেচ্ছাসেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কুষ্টিয়ায় বাজার মনিটরিং করছে শিক্ষার্থীরা

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ঠেকাতে বাজার মনিটরিংয়ে বেরিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বের পাশাপাশি চলছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান। আর এসবের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছে শিক্ষার্থীরা।

শনিবার (১০ আগস্ট) সকালে পৌরবাজারে মনিটরিংয়ে যান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। এসময় কাঁচামাল, মাছ, মাংস, পেঁয়াজ-রসুন, মসলাসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যাচাই করেন।

জেলা শহরের পৌর বাজারে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা কাঁচাবাজার, মাছ

বাজার, মাংসের বাজারে মূল্যতালিকা দেখছেন। তালিকা অনুযায়ী ঠিক দামে বিক্রি হচ্ছে কিনা তাও দেখেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা বাজারের সব বিক্রেতাকে বলে আসেন তারা যেন কোনো পণ্যের দাম অতিরিক্ত না নেন এবং যেন কাউকে চাঁদা না দেন। এ ছাড়া অযথা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে না ফেলারও আহ্বান জানান তারা।

এ সময় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য পাইকারি বাজারের সিন্ডিকেটকে দায়ী করে বিক্রেতারা বলেন, ইজারা ফি কমানো, চাঁদাবাজি বন্ধসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

এ বিষয়ে শিক্ষার্থী কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী লামিয়া সুলতান পাবনী জানান, সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় ভোগান্তির জায়গা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম। এইজন্যই আমরা কুষ্টিয়ার পৌরবাজারসহ বিভিন্ন বাজারে মনিটরিংয়ে যায়। আমরা আড়তে, পাইকারি-খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে দ্রব্যের দাম নিয়ে কথা বলি। উনারা আমাদের জানিয়েছেন উনারা এখন থেকে সীমিত মুনাফায় বিক্রি করবেন।

তেজগাঁও সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী তারিফ মোস্তাফিজ বলেন, মূল্য নির্ধারণ ও সিন্ডিকেট মোকাবিলায় আমরা সদা তৎপর। সেজন্য বাজারের ক্রেতাদের এই বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করি। আমরা তাদের বলেছি কেউ যদি ক্ষমতার প্রভাব দেখানোর চেষ্টা করে তাহলে যেন আমাদের জানায়। ব্যবসায়ী, ক্রেতা, বিক্রেতারা এই ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বাগত মাহমুদ বলেন, আমরা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠক করে তাদের অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি না করার আহ্বান জানিয়েছি। কোনো পণ্যের দাম অযথা বাড়ানো হয়, তবে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

এদিকে শিক্ষার্থীদের বাজার মনিটরিংয়ের ফলে কমতে শুরু করেছে পণ্যের দাম। তাদের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ ক্রেতারা।

ক্রেতা রাব্বু হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীরা যদি ঘন ঘন বাজার মনিটরিং করে তাহলে পণ্যের দাম আরও কমে আসবে। যারা বিভিন্ন অজুহাতে সিন্ডিকেট করছেন তারা বাজারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারবে না।

[redacted]

[redacted]